International Journal of Science and Research (IJSR)
ISSN: 2319-7064
Impact Factor 2025: 7.089

Astrological Anatomy and Principles of Medical Astrology: জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক শারীরস্থান এবং চিকিৎসা জ্যোতিষশাস্ত্রের নীতিবিজ্ঞান

কালপুরুষ তত্ত্ব, ত্রিদোষ বিজ্ঞান এবং গ্রহীয় পীড়ার একটি পাণ্ডুলিপিভিত্তিক বিশ্লেষণ

Ananda Kumar Mondal

Joytish Karjalay 5/2A Brindaban Pal Lane, Kolkata – 700003, India

Abstract: ***এই পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের 'কালপুরুষ' কাঠামো এবং মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় (Anatomical) ও রোগতাত্ত্বিক (Pathological) সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রাশিচক্রের ৩৬০ ডিগ্রীকে ১২টি সমান ভাগে (প্রতিটি ৩০ ডিগ্রী) বিভক্ত করে মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত মানবদেহের মস্তক থেকে পদতল পর্যন্ত অঙ্গসমূহের বিন্যাস চিত্রিত হয়েছে। এর সাথে আয়ুর্বেদের ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) এবং নবগ্রহের (রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু) দুর্বলতা বা পীড়ার ফলে মানবদেহে সৃষ্ট বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র শারীরিক অসুস্থতার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।***

Keywords: Vedic Astrology, Constellation Analysis, Zodiac Belt, Planetary Rulers

1. ভূমিকা ও কালপুরুষ তত্ত্বের গাণিতিক ভিত্তি

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রভাবিত এই মানবজীবনে লাভ, ক্ষতি, মানসিক সুখ, আনন্দ, ও বেদনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই নশ্বর জীবনে বহু জাগতিক কারণে মানুষের দেহে পীড়া হয়ে থাকে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কালপুরুষের অঙ্গবিন্যাস এবং রাশি অধিপতির শুভ বা অশুভ অবস্থানের (তথা দুষ্কৃতি) ওপর ভিত্তি করে জাতক-জাতিকার রোগ-ব্যাধি নির্ধারিত হয়।

মহাবিশ্ব এবং মানবদেহের মধ্যে একটি গভীর আণুবীক্ষণিক ও সামষ্টিক (Macrocosm and Microcosm) সম্পর্ক বিদ্যমান। আকাশে গ্রহ পরিক্রমার যে পথ বা চক্র, তাকে রাশিচক্র বলা হয়। এই রাশিচক্রটি সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রীতে বিস্তৃত এবং এটি অনবরত আবর্তিত হচ্ছে। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে, এই ৩৬০ ডিগ্রীকে দ্বাদশ বা ১২টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগের পরিমাণ ঠিক ৩০ ডিগ্রী। মেষ রাশি থেকে শুরু করে মীন রাশি পর্যন্ত এই দ্বাদশ রাশি কালপুরুষের দেহের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থান করে। যখন কোনো রাশির অধিপতি গ্রহ দুর্বল বা পীড়িত হয়, তখন কালপুরুষের সেই নির্দিষ্ট অঙ্গে পীড়া বা ব্যাধি তৈরি হয়।

2. দ্বাদশ রাশির অধিপতি গ্রহ ও শারীরিক প্রভাব (Zodiac Signs and Planetary Rulers)

মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে গ্রহ ও নক্ষত্রের পরিক্রমা পথকে চক্রাকার বলে গণ্য করা হয়, যা থেকে মূলত 'রাশিচক্র' (Zodiac Belt) উদ্ভূত হয়েছে। এই রাশিচক্রের সমগ্র বৃত্তাকার পথটির পরিমাপ ৩৬০ ডিগ্রী। এই বৃত্তকে সর্বমোট দ্বাদশ বা ১২টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি রাশির নির্দিষ্ট বৃত্তীয় পরিমাপ ৩০ ডিগ্রী (৩০°)। কালপুরুষের অঙ্গসংস্থানিক বিন্যাস ও দ্বাদশ রাশির অধিপতি গ্রহসমূহের অবস্থান নিচে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হলো।

1) **মেষ রাশি (Aries):** অগ্নিরাশি। এর অধিপতি গ্রহ হলো মঙ্গল। মঙ্গল গ্রহ কোষ্ঠীতে বলবান থাকলে জাতক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তবে এই রাশি বা রাশি অধিপতি পীড়িত হলে মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, চোখের সমস্যা, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের ব্যাধি এবং চুল পড়ে যাওয়ার মতো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
2) **বৃষ রাশি (Taurus):** পৃথ্বীরাশি। এর অধিপতি গ্রহ শুক্র। শুক্র গ্রহের অনুকূল অবস্থানে জাতকের শরীর নীরোগ থাকে। কিন্তু বৃষ রাশি বা শুক্র গ্রহ কোষ্ঠীতে দুর্বল হলে সর্দি-কাশি, শ্বাসনালীর সমস্যা, থাইরয়েড ও টনসিলের ব্যাধি এবং নারীদের ক্ষেত্রে প্রজননতন্ত্র বা ঋতুস্রাবের নানাবিধ সমস্যা (Female Disorders) দেখা দিতে পারে।
3) **মিথুন রাশি (Gemini):** বায়ুরাশি। এর অধিপতি গ্রহ বুধ। বুধ যদি শুভ ও বলবান থাকে, তবে বায়ুজনিত রোগ প্রশমিত হয়। কিন্তু বুধ গ্রহ দুর্বল বা দুষ্কৃতিযুক্ত হলে জাতকের মানসিক দুশ্চিন্তা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, ফুসফুসের পীড়া, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মার মতো জটিল রোগের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।
4) **কর্কট রাশি (Cancer):** জলরাশি। এর অধিপতি গ্রহ চন্দ্র। কোষ্ঠীতে চন্দ্র বলবান হলে শরীর পুষ্ট ও মন প্রফুল্ল থাকে। পক্ষান্তরে, চন্দ্র দুর্বল কিংবা পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হলে জাতক সর্দি-কাশি, বদহজম, পেটের অসুখ, মানসিক অবসাদ এবং ফুসফুস ও বক্ষদেশের ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।
5) **সিংহ রাশি (Leo):** মানুষের দেহের মূল বা প্রধান (Main) রাশি হিসেবে গণ্য। এর অধিপতি গ্রহ রবি (সূর্য)। রবি বলবান থাকলে জাতকের শরীর ও চোখ জ্যোতির্ময় হয় এবং সে দীর্ঘায়ু লাভ করে। রবি দুর্বল হলে চোখের পীড়া, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা (Heart Problems), রক্তচাপের

তারতম্য এবং শরীরের জীবনীশক্তি হ্রাস (Energy Loss) পায়।

6) **কন্যা রাশি (Virgo):** পৃথ্বীরাশি। এর অধিপতি গ্রহ বুধ। বুধের অনুকূল প্রভাবে জাতকের মেধা, বুদ্ধি ও পরিপাকতন্ত্র ভালো থাকে। বুধ দুর্বল হলে পেটের সমস্যা, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, আলসার, হজমক্রিয়ার গোলমাল, কৃমি এবং মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের পীড়া সৃষ্টি হয়।
7) **তুলা রাশি (Libra):** বায়ুরাশি। এর অধিপতি গ্রহ শুক্র। শুক্র বলবান থাকলে জাতক সুন্দর ও সুষম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। শুক্র পীড়িত হলে রক্তচাপের সমস্যা (Blood Pressure), কোমর ও তলপেটে ব্যথা, যৌন ও মূত্রনালীর ব্যাধি এবং কিডনির রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
8) **বৃশ্চিক রাশি (Scorpio):** জলরাশি। এর অধিপতি গ্রহ মঙ্গল। মঙ্গল শুভ থাকলে জাতকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রবল হয়। মঙ্গল দুর্বল হলে জাতক বদমেজাজী প্রকৃতির হয় এবং তার অর্শ (Piles), ফোঁড়া, মূত্রনালীর রোগ, প্রজননতন্ত্রের পীড়া ও গুপ্তরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
9) **ধনু রাশি (Sagittarius):** অগ্নিরাশি। এর অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি। বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে জাতক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ধার্মিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন হয়। বৃহস্পতি দুর্বল হলে যকৃতের পীড়া (Liver Problems), রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি (High Blood Sugar / Diabetes) এবং মেদবৃদ্ধির মতো সমস্যা তৈরি হয়।
10) **মকর রাশি (Capricorn):** পৃথ্বীরাশি। এর অধিপতি গ্রহ শনি। শনি বলবান থাকলে শরীরের হাড় ও ক্যালসিয়ামের গঠন মজবুত হয়। শনি দুর্বল বা পীড়িত হলে পায়ে ব্যথা, বাতের সমস্যা (Gout / Rheumatism), কোমর ও হাঁটুতে তীব্র বেদনা এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত রোগ দেখা দেয়।
11) **কুম্ভ রাশি (Aquarius):** বায়ুরাশি। এর অধিপতি গ্রহ শনি। শনির শুভ অবস্থানে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। শনি পীড়িত হলে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত, পায়ে আঘাত লাগা, গোড়ালি ফুলে যাওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে।
12) **মীন রাশি (Pisces):** জলরাশি। এর অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি বলবান হলে জাতক সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়। বৃহস্পতি দুর্বল হলে পায়ে জল জমা, ঠাণ্ডাজনিত রোগ, লিভারের সমস্যা এবং বাম চোখের পীড়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

3. গ্রহ ও তাদের রোগ-কারকতা বিশ্লেষণ (Planetary Factors in Diseases)

বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহ মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু ধাতু, অঙ্গ ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। নিচে কারক গ্রহসমূহের অশুভ বা পীড়িত অবস্থার ফলাফল সংক্ষেপে প্রদত্ত হলো:

1) **রবি (Sun):** রবি দুর্বল হলে হৃদরোগ, চোখের জ্যোতিহীনতা, অস্থিভঙ্গ এবং পিত্তজনিত রোগ সৃষ্টি হয়।
2) **চন্দ্র (Moon):** চন্দ্র পীড়িত হলে কফ ও সর্দিজনিত ব্যাধি, মানসিক উদ্বেগ, অনিদ্রা এবং ফুসফুসের রোগ দেখা দেয়।
3) **মঙ্গল (Mars):** মঙ্গল পীড়িত হলে রক্তদূষণ, উচ্চ রক্তচাপ, ফোড়া, অর্শ, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, জখম এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা তৈরি হয়।
4) **বুধ (Mercury):** বুধ দুর্বল হলে স্নায়ুবিক রোগ (Neurological Disorders), তোতলামি, জিহ্বা ও মুখের রোগ এবং বুদ্ধিভ্রম ঘটে।
5) **বৃহস্পতি (Jupiter):** বৃহস্পতি অশুভ হলে লিভারের সমস্যা, জন্ডিস, স্থূলতা, বহুমূত্র (Diabetes) এবং ফুসফুসের প্রদাহ হয়।
6) **শুক্র (Venus):** শুক্র পীড়িত হলে প্রমেহ, যৌন হীনতা, মূত্রাশয়ের রোগ, কিডনির সমস্যা এবং চর্মরোগ সৃষ্টি হয়।
7) **শনি (Saturn):** শনি অশুভ হলে ক্রনিক রোগ, বাতের ব্যথা (Gout), ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত হাড়ের ক্ষয় এবং পায়ে চোট লাগে।
8) **রাহু (Rahu):** রাহু পীড়িত হলে তীব্র গ্যাস, আলসার, টিউমার, কুষ্ঠ, চর্মরোগ এবং রহস্যময় ও সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টি হয়।
9) **কেতু (Ketu):** কেতু অশুভ বা দুর্বল হলে মহামারী (যেমন Covid-এর ন্যায় ব্যাধি), ফোঁড়া, পাকস্থলীর পীড়া, মেরুদণ্ডের তীব্র যন্ত্রণা এবং মানসিক জড়তা সৃষ্টি করে।

4. দ্বাদশ রাশি, অধিপতি গ্রহ এবং শারীরিক অঙ্গের বিন্যাস

রাশি ও নাম	অধিপতি গ্রহ	শারীরিক দোষ	প্রধান শারীরিক অঙ্গসমূহ	সম্ভাব্য রোগ ও জটিলতা
মেষ (Mesha)	মঙ্গল (Mars)	পিত্ত (Pitta)	মস্তক, মস্তিষ্ক, কপাল, চোখের উপরিভাগ	মাথাব্যথা, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের ব্যাধি, চুল পড়ে যাওয়া
বৃষ (Vrishabha)	শুক্র (Venus)	কফ-বাত	মুখমণ্ডল, গ্রীভা, কণ্ঠদেশ, ডান চোখ, মেরুদণ্ডের ঊর্ধ্বাংশ	টনসিল, থাইরয়েড, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, কণ্ঠস্বর ভঙ্গ
মিথুন (Mithuna)	বুধ (Mercury)	বাত (Vata)	বক্ষস্থল, স্কন্ধ (কাঁধ), ফুসফুস, বাহু ও হস্তদ্বয়	হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, কাঁধে ব্যথা, মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ
কর্কট (Karka)	চন্দ্র (Moon)	কফ (Kapha)	বক্ষস্থলের উপরিভাগ, পাকস্থলী, প্লীহা	বদহজম, পেটের পীড়া, সর্দি-কাশি, বুক ধড়ফড়ানি
সিংহ (Simha)	রবি (Sun)	পিত্ত (Pitta)	হৃৎপিণ্ড, রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র, পৃষ্ঠদেশ, মেরুদণ্ড	হৃদরোগ, চোখের পীড়া, উচ্চ রক্তচাপ, জীবনীশক্তি হ্রাস
কন্যা (Kanya)	বুধ (Mercury)	বাত (Vata)	উদরের নিম্নাংশ, অন্ত্র (Intestines), অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ	কোষ্ঠকাঠিন্য, কৃমি, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, অ্যাপেন্ডিসাইটিস
তুলা (Tula)	শুক্র (Venus)	কফ-বাত	কোমর, উদরের তলদেশ, কিডনি, জরায়ু, মূত্রাশয়	কিডনিতে পাথর, একজিমা, বহুমূত্র, কোমরে তীব্র ব্যথা

বৃশ্চিক (Vrishchika)	মঙ্গল (Mars)	পিত্ত-কফ	জননেন্দ্রিয়, মলদ্বার, মূত্রনালী, বস্তিদেশের অস্থি	অর্শ (Piles), ভগন্দর (Fistula), যৌনরোগ, অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি
ধনু (Dhanu)	বৃহস্পতি (Jupiter)	পিত্ত-কফ	নিতম্ব, উরুদ্বয়, পেলভিক অঞ্চল, ধমনী সমূহ, যকৃৎ	sciatica ব্যথা, জন্ডিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা বা মেদ
মকর (Makara)	শনি (Saturn)	বাত (Vata)	জানুদেশ (হাঁটু), অস্থির সন্ধি, ক্যালসিয়াম কাঠামো	গেঁটে বাত, হাঁটুতে তীব্র যন্ত্রণা, ত্বকের রোগ (চর্মরোগ)
কুম্ভ (Kumbha)	শনি (Saturn)	বাত (Vata)	জঙ্ঘা, পায়ের গোড়ালি, রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া	ভ্যারিকোজ ভেইন, পা মচকে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া, দুর্বলতা
মীন (Meena)	বৃহস্পতি (Jupiter)	কফ (Kapha)	পাদদেশ, পায়ের পাতা, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, বাম চোখ	পায়ে জল জমা (Edema), চোখের পীড়া, লিম্ফ গ্রন্থির ফোলা

5. গ্রহীয় পীড়া এবং ছায়াগ্রহের (রাহু ও কেতু) বিশেষ প্রভাব

জ্যোতির্বিজ্ঞানে কেবল দ্বাদশ রাশি নয়, বরং নবগ্রহের অবস্থান এবং তাদের শক্তির ওপর মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে। যেমন, রবি (Sun) যদি কোনো কোষ্ঠীতে দুর্বল বা পীড়িত হয়, তবে তা সরাসরি হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা এবং চোখের জ্যোতি কমিয়ে দেয়। চন্দ্র (Moon) দুর্বল হলে মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা এবং কফজনিত ফুসফুসের রোগ তৈরি হয়। বুধ (Mercury) স্নায়বিক শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার কারক; তাই বুধ পীড়িত হলে পক্ষাঘাত, স্নায়ুর রোগ ও জিহ্বাজনিত তোতলামি দেখা দিতে পারে। বৃহস্পতি (Jupiter) যকৃৎ এবং রক্তের চর্বি নিয়ন্ত্রণ করে, এর দুর্বলতায় জন্ডিস এবং ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এছাড়া, ছায়াগ্রহ রাহু (Rahu) এবং কেতু (Ketu) মানবদেহে অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময় রোগ সৃষ্টি করতে পারে। রাহু যদি পীড়িত হয়, তবে তা স্নায়বিক অবশতা, গ্যাসট্রিক আলসার, জটিল চর্মরোগ (Skin Diseases), টিউমার এবং হঠাৎ কোনো মহামারীজনিত সংক্রমণ ছড়াতে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে কেতু দুর্বল হলে পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা, ফোঁড়া, মেরুদণ্ডের ক্ষয় বা মজ্জার রোগ, মানসিক জড়তা এবং এমন কিছু রোগ সৃষ্টি করে যা সাধারণ চিকিৎসায় ধরা কঠিন হয়ে পড়ে।

6. উপসংহার ও আধ্যাত্মিক সংযোগ (Conclusion and Philosophical Core)

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে, এই মহাবিশ্বের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারকারাজি তাঁরই প্রকাশ। মানুষের জীবনে রোগ-ব্যাধি মূলত এই গ্রহ ও নক্ষত্রের শক্তির তারতম্য ও কর্মফলের ফলেই বিন্যস্ত হয়। গীতায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জীবনযাপনের যে পথ দেখানো হয়েছে, তা অনুসরণ করলে গ্রহের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সুস্থ কায়িক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব।

References

[1] পরাশর, মহর্ষি. বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্র (খণ্ড ১ ও ২). রঞ্জন পাবলিকেশন্স, নয়াদিল্লি।
[2] চরক, কে. এস. (২০০৩). এসেনশিয়ালস অফ মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি. উমা পাবলিকেশন্স, নয়াদিল্লি।
[3] কালপুরুষ শারীরস্থান ও জ্যোতিষতত্ত্ব পাণ্ডুলিপি রূপরেখা (পৃষ্ঠা ২ হতে ৯), মূল উৎস নথি।
[4] কুলপেপার, নিকোলাস. (১৬৫২). দ্য ইংলিশ ফিজিশিয়ান: অ্যান অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ডিসকোর্স অফ হার্বস. লন্ডন।
[5] সান্ধু, জে. পি.实施. (২০২১). রুটস অফ মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজি: প্ল্যানেটারি ইনফ্লুয়েন্সেস অন হিউম্যান প্যাথোফিজিওলজি।